ঘোঁট মঙ্গল প্রহসন।

"মুষলং কুলনাশনং"

খোঁটা ঘরের মোটা মেয়ে।

বর্দ্ধমান নিবাসী

শ্রীরামনিধি কুমার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৭১ নং করনওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ রাজকীয় যন্ত্রে শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৪।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

যশোবন্ত সিং।	খোট্টা, বরকর্ত্তা।
ভক্তরাম মণ্ডল।	নাপিত, পাড়ার চাঁই।
শিশুপাল।	ভক্তরামের প্রতিবাসী।
অগ্নিশর্ম্মা।	ঘটক, ভক্তরামের অনুগত।
জামাই বাবু (ওরফে বীরভদ্র।) ...	ভক্তরামের কুটুম্ব।
সোণারচাঁদ।	কবিরাজ।
প্রফুল্লচন্দ্র।	সোণারচাঁদের বন্ধু।
ধরণীধর।	ভক্তরামের পালিত লোক।
আশ্রয়চন্দ্র।	যশোবন্তের প্রতিবাসী।
মাখনলাল।	ঐ ঐ
শঙ্করচাঁদ।	ভক্তরামের বন্ধু।
মাদা।	ভৃত্য।

স্ত্রী।

অঘোরকালী।	পাত্রীর মাতা।
সর্ব্বজয়া।	বৈষ্ণবী, পেসা ঘট্‌কালী।
বিলাসিনী (ওরফে মজ্‌লিসী।) ...	যশোবন্তের স্ত্রী।
দয়ালমণি।	বিলাসিনীর মাতা।
কামিনী, মোক্ষদা, বিধু, ক্ষীরোদা, লবঙ্গ	বারবিলাসিনী।

বর, পাত্রী, বরযাত্র, কন্যাযাত্র, ভট্টাচার্য্য, ঘটক, প্রতিবাসী ইত্যাদি।

ঘোঁট মঙ্গল প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

কাল্‌কেপুর। গৌরীকান্ত ঘোষের বাটী।

অঘোরকালী আসীনা।

অঘোর।—(স্বগত) তাই তো, করি কি? এত বড় মেয়ে, রাখিই বা কি কোরে? মিন্‌সে তো ঐ এক রকম;—একবার ভুলেও নাম করে না। আমি মেয়েমানুষ, এখন করি কি? ভিতরের খবর যদি লোকে টের পায়,— এখুনিই পাড়া প্রতিবাসীরা কাণাঘুষো কোচ্চে, এর পর বাইরে যদি রটনা হয়, তা হোলে আর মুখ পাবো না। মেয়েটা ছিরক্কাল আইবুড়ো থাক্‌বে। মেয়েরও গুণে ঘাট নেই! সব্বজয়া সে দিন যে কথা বোলে গেল, সেটা যদি হয়, তো খুব ভাল হয়। এ কপালে কি তেমন জুট্‌বে? (কিঞ্চিৎপরে) তার তো আজকে আস্‌বার কথা ছিল, তা কৈ, বেলা তো যায়, এখনো———

(কুঁড়োজালি জপিতে জপিতে সর্ব্বজয়ার প্রবেশ।)

এই যে! তুই অনেক কাল বাঁচ্‌বি লো! অনেক কাল বাঁচবি! এই তোর নাম কোচ্ছিলেম! আয় ভাই, এইখানে বোস্‌। সে কথার কি হলো? তোর এত দেরি হলো কেন?

সর্ব্ব।—(উপবেশন করিয়া) বলে দেরি হলো কেন! ক্ষেপী না কি! আরে—কাজ না সেরে কি আস্‌তে পারি?—যে কাজে গেছি, তা না সেরে কি আস্‌তে পারি?

অঘোর।—(সহর্ষে) সেরে এসেছ? সেরে এসেছ? বেশ! বেশ! তবে,—তারা কি বোল্লে? তাতেই তো রাজী হয়েছে?

সর্ব্ব।—তা আর হবে না, এমন ঘর পেলে কে না রাজী হয়? হাতের লক্ষী কে পা দিয়ে ঠেলে? তাদের ভাগ্‌গি যে, তোমার মেয়ে তারা নিয়ে যাবে। মুখ উজ্জ্বল হবে, কুল উজ্জ্বল হবে, উঁচু জেতে উঠ্‌বে।

অঘোর।—ও সব উজ্জুল্ জুজ্জুল্ এখন রাখ্!—জেতের কথা, ঘরের কথা এখন থাক্, সে কথার কি বোল্লে তাই বল্, কাজের কথা ক।

সর্ব্ব।—সে কথা আবার কোন্ কথা? এর চেয়ে আবার কাজের কথা কি? শীগীর শীগীর বিয়ের কথা?

অঘোর।—হাঁ, সে কথাও একটা কথা বটে,—আর টাকার কথা, টাকার কথা।

সর্ব্ব।—টাকার কথা! সে আমি যা বোল্‌বো তাই হবে, আমার কথা কি তারা টেল্‌তে পারে? আমি যখন এর ভিতর আছি, তখন আর এতে অ্যাঙা ব্যাঙা চোল্‌বে না। (গম্ভীরভাবে) কিন্তু——তবে কি না——আমার ঘট্‌কালীটের বিষয় ভাল কোরে বিবেচনা কোত্তে হবে। তোমাদের তো সেই ধরাই আছে, আঙুল গুন্‌তি দশটী টাকা, ও সকল ধরা-পাক্‌ড়ার ভিতর আমি নই। কাজটা কি! যে শক্ত কাজে হাত দিয়েছি, তাতে ভাল কোরে পেট না ভোর্‌লে মন লাগ্‌বে কেন?

অঘোর।—(স্বগত) তবে কি এ টের পেয়েছে,—আমাদের ভিতরকার কথা কি এ জান্‌তে পেরেছে? (প্রকাশে) কি রে,—শক্ত কাজটা কি? তাদের জেতে খোঁটা আছে তাই বোল্‌ছিস্?

সর্ব্ব।—মনে বুঝেই দেখো না কেন, এ কি কম শক্তকাজ ? কোথাকার জল কোথায় এনে মিলুতে হবে, সাত ঘাটের জল এক ঘাটে কোত্তে হবে, এতে কি শুধু ধরম গণ্ডা নিলে চলে ?

অঘোর।—(স্বগত) আঃ! বাঁচ্‌লেম! রক্ষে পাই! আমি মনে কোরেছিলেম, মাগী বুঝি সব টের পেয়েছে!—সর্ব্ব রক্ষে! (প্রকাশে) ওঃ! তাই বল্‌না কেন, অত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্‌বার দরকার কি ? ধরম গণ্ডা শুধু কেন, কষ্ট করা টাকার জন্যে, তা তাদের একটু মোড় দে না, প্যাঁচ দিয়ে বের্ কর্ না। আমার তো সেই দু হাজার বৈ তো নয়; তা থেকে আর বাছা বেশী কি পাবে! তা সব দিকে যদি সুবিধে কোত্তে——

সর্ব্ব।—তুমি তো দেখ্‌ছি কম মেয়ে নও বাছা! মনে মনে নক্সাভাগ কোরে রেখেছ যে!—কম মেয়ে নও তুমি!—সাত মুহুরীর নাক কাণ কাট্‌তে পারো!—কোথায় কি তার ঠিক্ নেই, এখুনি————

অঘোর।—আঁ্যা ? তবে কি তাতে রাজী হয় নি ? আঁ্যা ?———এই না তুই বোল্লি, আমি যা কোর্‌বো, তাই হবে ?

সর্ব্ব।—হাঁ, আমি যা বোল্‌বো, তা হবে বটে, কিন্তু তোমার যে রকম খাঁই দেখ্‌ছি, সকলিই যে নিজের এতে পূর্‌তে চাও; সব দিকেই বাপু টানাটানি———

অঘোর।—না, তা কেন,—তা কেন,—সেই কথাই তো আমি বোল্‌ছিলেম; তুই কথার পিটে কথা ফেলে বোল্‌তে দিলি নি।—পাবি বৈ কি, দিব বৈ কি, সে কি কথা ?

সর্ব্ব।—তা বটেই তো! কেমন ঘরের মেয়ে তুমি, কত বড় নোকের বৌ!—তোমার এমন উঁচু নজর হবে না তো কার হবে ? তারা এক কথাতেই দু হাজার টাকায় রাজী হয়েছে। তবে———

অঘোর।—তবে কি রে ?

সর্ব্ব।—না, এমন কিছু না,—তবে,—এই আমরাই যেন বাপু তোমাদের ঘরদোর—চয্যেচরিত্তির সব জানি, তারা তো আর অতশত জানে না, তাই তারা বোল্‌ছে, দুবারে দেবে।—এখন অর্দ্ধেক,—বিয়ের দিন অর্দ্ধেক। তা এতে ক্ষেতিই বা কি, সব দিক বজায় থাক্‌বে।

অঘোর।—আর বরসজ্জা ?

সর্ব্ব।—তাও তারা দেবে।

অঘোর।—আর লোক জন খাওয়ানোর খরচ ?

সর্ব্ব।—তাও তারা দেবে।

অঘোর।—আর মেয়ের গয়না ?

সর্ব্ব।—তাও তারা দেবে।

অঘোর।—বেশ ! বেশ !

সর্ব্ব।—বেশ হলো,—তোমার মেয়ের পক্ষেই বেশ হলো। গয়নার নাম শুনে তোমার যেমন মনটী ঠাণ্ডা হলো, তেমনি ঠাণ্ডা আমাকে কোত্তে পারো বাছা, তবেই তো বুঝি বাপের বেটী। আমাকে এই শুধু হাত নিয়েই যেতে হবে,—একগাছা রুলীও নেই !

অঘোর।—তুই আবার এ বয়েসে গয়না নিয়ে কি কোর্‌বি লো ? পোর্‌বি না কি ? (সহাস্যমুখে) এই বয়েসে আবার একটী বর জুটেছে না কি ?

সর্ব্ব।—(সহাস্যমুখে) জুটুলেই জোটে, অমন দুবার বিয়ে কত লোকের হয়ে থাকে !—(অঘোরের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে !"

অঘোর।—(স্বগত) আ মোলো ! তাও জান্‌তে পেরেছে না কি ? আমার যে দুবার বে হয়েছে, এ মাগী সে খবর কেমন কোরে পেলে ? না, তা নয়, ও হয় তো অম্‌নি একটা উড়ো কথা বোল্লে। যা হোক্, ফিকির কোরে জেনে দেখি দেখি। (প্রকাশে) ও মা ! সে কি কথা লো ?

ছুবার আবার বে কি লো? ছুটো বর নিয়ে থাকা কি রকম লো? বিদ্যাসাগর কে লো?

সর্ব্ব।—তাও জানো না! বিদ্যাসাগর একজন বামুন,—ভস্‌চাজ্জি; সে বিধেন বার্ কোরেছে, মেয়েমানুষ রাঁড় হোলে তার আবার বিয়ে হয়। সেই হুজুকে কত জায়গায় কত রাঁড়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছুটো বর নিয়ে থাক্‌বে কেন?—একটা গেলে আর একটা;—ফাঁক থাক্‌তে দেবে না! এও শোনো নি? এমন হাবা মেয়ে তুমি,—এও শোনো নি? এত বড় হোতে গেলে, এটাও জানো না?

অঘোর।—না বাপু, অতশত আমি জানি নি! এর ভিতর এত কথা, তা কে জানে বাছা! (স্বগত) তাই ভাল! বাঁচ্‌লুম! বুকের ভিতর যেন ঝড় বোচ্ছিলো!

সর্ব্ব।—(উঠিয়া) তবে বাছা আজ আমি আসি, সন্ধ্যা হয়। এদিক্‌কার তো সব এক রকম ঠিক্‌ঠাক হলো, কেবল কাল একবার তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে বাকী যা কিছু, সব জেনে শুনে সুবিধা কোরে আস্‌বো; বিকেল বেলাই তুমি সে খবর পাবে। এখন চোল্লেম।

অঘোর।—(উঠিয়া) হাঁ বাছা, তবে এসো। দেখো, টাকার কথাটা ভুলো না, সঙ্গে কোরে নিয়ে এসো;—দেখো, ভুলো না।

[প্রস্থান।

সর্ব্ব।—(স্বগত) না, ভুল্‌বো কেন, কিছুই ভুল্‌বো না, কিছুই ভুলি নি, আমি সব জানি! বড় ধড়ীবাজ মেয়ে তুমি!—ন্যাকা!—কিছুই জানো না! এদের খোঁটার ঘর, ওদের খোঁটার ঘর, তাদের খোঁটার ঘর, আর ওঁর কেবল পাকা ঘর! ছুটো বিয়ে কাকে বলে, তা তুমি জানো না, ছুটো বর শুনে আঁৎকে উঠেছিলে! ন্যাকা আর কি! বিদ্যাসাগর জানো না! হুঁ! বিদ্যাসাগরের কাণ কাটো তুমি! ন্যাকা আর কি! আচ্ছা,

এখন থাকো, দেখ্‌বো তখন! এখন বোকাই বোনে গেছি,—বোকা হয়েই থাকি!—যেদিন বরের বাড়ীথেকে হলুদ তেল আন্‌বো, সেইদিন তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া! এই হরিনামের ঝুলী তোমার হাজারি বায়নার টাকায় পূর্ন্ন কোরে দাও কি না, দেখ্‌বো তখন! আমার নাম সর্ব্বজয়া, জয়জয়কার কোরে বেড়াই; শতেক ঘর যজাই, শতেক ঘর মজাই! মুচির মেয়ে বামুনকে দিই, বামুনের মেয়ে ধোপার ঘরে বিলি করি! আমি এমন বান্দা নই বাবা! এখন থাকো তুমি! দেখ্‌বো তখন!

[প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বল্লভপুর।—যশোবন্ত সিঙের বাটী।

যশোবন্ত ও বিলাসিনী (ওরফে মজ্‌লিসী)

উপস্থিত।

বিলা।—সে ঘরটা ভাল তো?

যশো।—খুব টন্‌টনে;—সর্ব্বজয়া বোলে গেছে, খুব টন্‌টনে ঘর।

বিলা।—কিন্তু টাকাটা ঢের নিলে।

যশো।—আরে পাগ্‌লি, তা নৈলে কি এ সব হয়? আমরা যা, তা তো আর জান্‌তে বাকী নেই। ভাল ঘরের মেয়ে আনা, ভাল জেতে ওঠা, এ কি সোজা কথা? জলের মতন টাকা না ঢাল্‌লে কি এ সব কাজ হয়?

বিলা।—জেতে উঠ্তে পার্বে তো?

যশো।—আল্বোৎ পার্বো, হাজার বার পার্বো! টাকায় কি না হয়? (বক্ষে হস্ত দিয়া) স্বয়ং মণ্ডল আমার দিকে আছেন! কারে ভয়?

বিলা।—মোড়োল যে বড় তোমার দিকে হলো?

যশো।—(টাকা বাজাইবার সঙ্কেতে আঙুল নাড়িয়া) এই, এইতে!—এতে কি না হয়?

বিলা।—দেওয়া হয়েছে?

যশো।—সে দেওয়ারি মধ্যে, আজিই জমা দিয়ে আস্বো।

বিলা।—কত দিতে হবে?

যশো।—চার হাজার।

বিলা।—আঁ্যা? অ্যাতো! চার হাজার! কিছু কমজম কোত্তে পাল্লে না?

যশো।—কম? এতেই কত কাটাকাটি, মারামারি! ঝুলোঝুলি কোরে তবে রাজী কোরেছি।

বিলা।—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) উঃ! অনেকটা টাকা বেরিয়ে যাচ্চে! এতেই তো সব হবে? আর তো কাকেও কিছু দিতে হবে না? ফুরোণ কোরে দিয়েছ তো?

যশো।—(স্বগত) হুঁঃ! দিতে হবে কি না হবে, আমিই তা জান্ছি! সকলকেই বেঁটেচেঁটে দেবে বোলে ফুরিয়ে নিয়েছে বটে, এখন সকলকে দিলে হয়; আবার আমি দোকর দায়ে না পড়ি।

বিলা।—তা হ্যাঁ গা, সে হলো নাপিত, আমরা হোলেম আর এক জাত, আর যাদের সঙ্গে কুটুম্বিতের সম্বন্ধ হোচ্চে, তারা হলো গয়লা, এ সকল জোটাজোট্ কেমন কোরে ঘোট্বে? নিজে নাপিত, সে কেমন কোরে আমাদের বড় জাত কোর্বে?

যশো।—তা সে পারে;—তার ক্ষমতা আছে, লোকে তারে ভয় করে, তার এক কথাতেই সকলে জড়সড় হয়। সে সব পারে।

বিলা।—তা হ্যাঁ গা, টাকাটা এখন না দিয়ে বের পরে দিলে হয় না?

যশো—হুঁঃ! সে সেই রকমের ছেলেই বটে! তার কাছে আগে মুড়ী, তার পর কোপ্! আর——

(দয়ালমণির প্রবেশ এবং বিলাসিনীর ঈষৎ ঘোমটা প্রদান।)

এই যে মা এয়েচেন! বেশ হয়েছে!

দয়াল।—কি লো মজ্‌লিসি! তোর আবার এত নজ্জা কবে হলো? এ সব ঢঙ্ কোথায় শিখ্‌লি? অবাক্ কোল্লি যা হোক্!

বিলা।—(ঘোমটা খুলিয়া) আমি মনে কোরেছিলেম, বুঝি আর কেউ।

দয়াল।—মরণ আর কি!—(যশোবন্তকে সম্বোধন করিয়া) তুমি যে বোল্‌ছিলে, মা এয়েচেন, বেশ হয়েছে; কি বেশ হয়েছে? তোমাদের কি কথা হোচ্ছিলো?

যশো।—এই ক্ষীরোদের বিয়ের কথা।

দয়াল।—সে তো সব ঠিক্‌ঠাক হয়ে গেছে, আবার কিছু নতুন কথা উঠেছে না কি?

বিলা।—না, তা কিছু ওঠে নি, এই টাকাটা অনেক যাচ্চে, তাই বোল্‌চি।

দয়াল।—কেন,—অনেক কেন, গায়ে হলুদের দিন হাজার টাকা, আর বিয়ের দিন হাজার টাকা দেওয়া হবে স্থির হয়ে আছে, আবার নতুন কথা বলে না কি?

যশো।—না, তার নয়, তাদের তাই ঠিক আছে, এ আমাদের গাঁয়ের মোড়োল, সে কিছু চায়; তা নৈলে আমাদের আর বড় জেতে ওঠা হয় না।

দয়াল।—তবে সেই বুঝি প্যাঁচ দিচ্চে? মুখে আগুন!—ভাল জ্বালায় পড়া গেছে। ভাল এক জাত্ জাত্ কোরে ক্ষেপেছো! বড় জেতে উঠ্‌বো,—বড় জেতে উঠবো, এই এক বাই হয়েছে! কাজ কি বাপু বড় জেতে! আমরা যে দরের লোক, সেই রকম ঘর দেখে বিয়ে দিলেই তো হতো;—তাই দাও গে,—ও সম্বন্ধ ভেঙে দাও; কাজ কি অত খরচ পত্রে?—যে টাকা এতে খরচ কোর্‌বে, সেই টাকায় বরং বৌয়ের পুঁজী কোরে দাও। কোথাকার মোড়োল?—কিসের মোড়োল? এক পয়সাও দিও না। কত টাকা চায় শুনি?

বিলা।—ওগো সে অপ্পো নয় গো অপ্পো নয়! চার হাজার টাকা! তা ছাড়া———

দয়াল।—আঁ্যা বোলিস্ কি?—চার হাজার টাকা?——ড্যাক্‌রা বলে কি!—মিন্‌সে কে গো!—চার হাজার টাকা?—বোল্‌তে নজ্জা কোল্লে না?—মুখে আগুন! টাকা দেবে,—আকার ছাই তুলে দেবে!—এক পয়সাও দিও না!—টাকাগুলো জলে পোড়্‌বে,—কিছুই কাজ হবে না,—আজো যার আমাদের গায়ের গন্ধ ঘোচেনি,—এই সবে সে দিন তুমি আমাদের দোকানপাট উঠিয়ে ঘরে পূরেছ;—এখনো গায়ের গন্ধ যায় নি;—সকলেই এ কথা জানে;—কে না জানে?—কেউ রাজী হবে না;—টাকাগুলি জলে যাবে;—একা মোড়োলের কথায় কি হয়?—কে তারে মানে?—এক পয়সাও দিও না!—খবরদার এ কাজ কোরো না।

যশো।—না গো না, তুমি বোঝো না,—এটা কোত্তে হোচ্ছে।—এ কোল্লে দশজনে জান্‌বে, চিন্‌বে, মানসম্ভ্রম বাড়্‌বে, সকলের বাড়ীতে যাওয়া আসা—আহারব্যাভার চোল্‌বে,—সব দোষ ঢেকে যাবে। আমারো ঢেকে যাবে, তোমাদেরও ঢেকে যাবে। তোমরা হোলে কৈবত্ত, আমি

হোলেম খোট্টা, একসঙ্গে ঘরসংসার কোচ্চি, ছেলে পিলে হয়েছে, বে থা দিতে হবে,—খিচুড়ী পাকিয়ে থাক্‌লে চোল্‌বে কেন?—সমাজে থাক্‌তে গেলে একটা জাত না বাঁধ্‌লে চোল্‌বে কেন? কিছু টাকা খরচ হবে, তা কি করা যায়?—ফলে এটা কোত্তে হয়েছে।

দয়াল।—(মৃদুস্বরে) তবে করো,—টাকার তো তোমার অভাব নেই। (বিলাসিনীর চিবুক ধরিয়া) এই লক্ষীকে যে দিন থেকে ঘরে এনেছ, সেইদিন অবধিই মা লক্ষ্মী তোমার ঘরে অবতুন্নি হয়েছেন;—বাঁধা রোয়েছেন।—গড়্ গড়্ কোরে টাকা আস্‌চে, কিছুই অপ্রতুল নেই।—কোত্তে চাও, করো, কিন্তু দেখো, টাকাগুলি যেন দয়ে ডোবে না।—টাকা আছে বোলে যে, বাস্বাদে উড়িয়ে দেবে, সেটী হবে না।—দেখো, খুব সাবধান হয়ে—বেশ বিবেচনা কোরে কাজ কোরো।—সে লোক বড় ধড়ীবাজ, ভারী ফিচেল, তার কুহুকে পোড়্‌লে চার হাজার টাকা দিয়েই পার পাবে না!—একবার কাজে নামিয়ে সময় সময় এমনি প্যাঁচ লাগাবে যে, তোমাকে চোকে কাণে দেখ্‌তে শুনুতে দেবে না;—চোরকী ঘূরণ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে!—বোম্বাচাক কোরে দেবে! তখন দশ হাজারেও থাই পাবে না। সাবধান! বিবেচনা কোরে কাজ কোরো।

যশো।—(মৃদুস্বরে) হাঁ, তা বিবেচনা না কোরেই কি——

[মৃদুগতিতে অবনত মস্তকে প্রস্থান।

দয়াল।—এই, একেই বলি যথার্থ বাবু!—দেখ্‌ছিস্, কেমন গড়্‌গড়্ কোরে টাকা খরচ কোচ্চে!—এই, একেই বলে বাবু!—দেখ্‌লি ছুঁড়ি! কেমন ঘরে তোরে জুটিয়ে দিয়েছিলেম! তখন যে বড় আট্‌কা থাক্‌তে হবে বোলে না না, কোরেছিলি? এখন দেখ্‌ছিস্ তো, কেমন সচ্ছন্দে সব দিক রক্ষা হোচ্চে, কিছুই আট্‌কে থাক্‌চে না; যা মনে কোচ্চিস্ তাই কোচ্চিস্, কিছুই ফাঁক যাচ্চে না। সচ্ছন্দে পায়ের উপর পা দিয়ে গিন্নীর মতন গট্ হয়ে বোসে রয়েছিস।

বিলা।—তা তো রোয়েছি, কিন্তু তুমি এতে বাগ্‌ড়া দিচ্ছিলে কেন বল দেখি? এতে তোমার এত অমত কেন? সব্বজয়ার মুখে শুনেছি, মেয়েটী খুব ভাল, বেশ সোন্দোর,—বড় নাজুক,—ধম্মিষ্টী,—বেশ মোটাসোটা, দিব্বি ভুঁড়ী,—যেন গণেশ ঘট্‌টী!—শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে আমার ক্ষীরো যেমন দশা সই, মেয়েটীও তেমনি সাজন্ত হয়েছে। বয়েস কিছু বেশী হয়েছে বটে, কিন্তু খুব সোন্দোর। এতে তোমার অমত কেন? ভাল ঘরে ছেলের বিয়ে হবে, আমরা ভাল জেতে উঠ্‌বো, এতে তোমার এত অমত কেন?

দয়াল।— আরে নেকি, সাধে কি বারণ করি;—তোরই ভালোর জন্যে বলি। টাকা থাক্‌লে তোরই থাকবে, গেলে তোরই যাবে,—তুই-ই ফকীর হবি,—তাই জন্যে বলি। বিয়েতে বাজেখরচ না কোরে এই বেলা নিজের সংস্থান কোরে নে,—দিন কিনে নে। ওর যদি পড়্‌তা খারাপ হয়, তখন কি হবে? পথের ভিকিরী হবি যে! ক্রমে বয়েস ভারী হোতে চোল্লো, এর পর সাবেক বিদ্যে বুদ্ধি কি আর খাট্‌বে? তাই বোল্‌ছি, এই বেলা দিন কিনে নে!

বিলা।—ওঃ! এই কথা! তা আমি অনেকদিন কাজ গুচিয়ে রেখেছি। আর তুমি মনে কোরেছ বুঝি, এ কাজে আমার কিছু হবে না?—বেশ হবে, বিলক্ষণ হাত মার্‌বো! দশ হাজারের কম নয়;—নয়ই নয়।

দয়াল।--ভ্যালা মেয়ে! বেঁচে থাক্! মায়ের মেয়ে বটে!—মজ্‌লিসী নামটী সাত্তোক বটে! তা যদি হয়, তবে হয় হোক্। তবে আয়, এখন আয়, চল্, গা ধুই গে, বেলা গেল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভক্তরাম মণ্ডলের বৈঠকখানা।

ভক্তরাম তাকিয়ায় আড় হইয়া তামাক টানিতে টানিতে
হরিনামের মালাজপ, পার্শ্বে শিশুপাল,—
কিঞ্চিৎ অন্তরে অগ্নিশর্ম্মা উপবিষ্ট,
সম্মুখে যশোবন্ত সাষ্টাঙ্গশায়ী।

যশো।—(সরোদনে) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আর কেন গরিবকে মারেন! অত টাকা আমি কোথায় পাবো?—যা আপনি আজ্ঞা কোরেছিলেন, সেই মত দেওয়া হয়েছে,—আর বেশী আমি কোথায় পাবো?

ভক্ত।—আরে, কি কথা কও?—ও রকম লম্বা হয়ে পোড়ে থাক্‌লেই কি হয়?—যে কাজে নেমেছ, সে কাজ তো করা চাই,—পোড়ে থাক্‌লে কি হবে?—ওঠো,—উঠে বোসো,—যুক্তি করা যাক্,—উঠে বোসো।

যশো।—(গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া যোড়হস্তে) আজ্ঞা করুন।

ভক্ত।—আমি আর কি আজ্ঞা কোর্‌বো? যে কাজে নেমেছ, সে কাজ তো করা চাই; তা—ওর নাম কি বিশেষ,——ইচ্ছা না হয়, এইখান থেকেই বন্ধ কোরে দাও, বুঝ্‌লে কি না?—যদি তালই সাম্‌লাতে না পার্‌বে, তবে—ওর নাম কি বিশেষ—এ কাজে নেমে ছিলে কেন? না নামাই উচিত ছিল। (অগ্নিশর্ম্মার প্রতি কটাক্ষ) কেমন কি না?—এই, কথায় বলে "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" বুঝ্‌লে কি না?

অগ্নি।—বটেই তো! যা আপনি বোল্‌ছেন, ঠিক্ কথা! অকাট্য প্রমাণ।

ভক্ত।—তাই বোল্‌ছি, ওর নাম কি বিশেষ—যা নৈলে নয়, তাতেই পেছোয়।

যশো।—আমার অপরাধ কি ?

ভক্ত।—(কল্পিত কোপে) তবে বুঝি আমার অপরাধ ?

যশো।—আজ্ঞা, তা বোল্‌ছি না, কিছু কমজমের কথা বোল্‌ছি, অনুগ্রহ কোরে কিছু কমজম কোল্লে হয় না ?

ভক্ত।—হুঁ ! বলে কি ! ওর নাম কি বিশেষ—আমিই যেন চাচ্ছি !—বলে কি ? অ্যাঁ ? তামাক দে রে !

যশো।—আজ্ঞা, তা বোল্‌ছি না, যা আপনি আজ্ঞা কোরেছিলেন, তা তো জমা কোরে দিয়েছি ; তবে আর কি———

ভক্ত।—আরে, ওর নাম কি বিশেষ—তা তো দিয়েইছিলে বটে, তা কি আর আছে ! ওর নাম কি বিশেষ—ধূলিগুঁড়ি পর্য্যন্তও শেষ হয়ে গেছে। হুঁঃ ! ওরে তামাক দে রে !

যশো।—(অগ্নিশর্ম্মার প্রতি) ঠাকুর ! তুমি চুপ্ কোরে রইলে যে !—আমার হয়ে ছুটো কথা বাবুকে বুঝিয়ে বলো না।

অগ্নি।—বোল্‌বো আর কি ? চক্ষেই তো দেখ্‌তে পাচ্ছি। যাকে ১০ টাকা দিবার কথা ছিল, তাকে ২৫ টাকা দিতে হয়েছে, ওঁর নিজের মণ্ডলসেলামী যা ধরা ছিল, তা পর্য্যন্ত বেরিয়ে গেছে। বোল্‌বো আর কি ?

যশো।—তুমিই তো ফর্দ্দ কোরে দিয়েছিলে। একে এত, ওকে অত, সেলামী এত, তুমিই তো তা ধোরে দিয়েছিলে ?

ভক্ত।—আরে ও সব—ওর নাম কি বিশেষ—মুড়োগাছার গীত রেখে দাও, কাজের কথা বলো,—ওর নাম কি বিশেষ—দশ হাজারের এক পয়সা কমে হবে না। সাফ কথা ! বুঝ্‌লে কি না ? তামাক দে রে !

যশো।—(যোড়হস্তে) আজ্ঞা, অত টাকা কোথা থেকে পাই ?

ভক্ত।—আরে কোথা থেকে পাই বোল্লে—ওর নাম কি বিশেষ—চোল্‌বে কেন?—যদি কাজ চাও, তবে—ওর নাম কি বিশেষ—কোমর বাঁধো,—আর না পারো,—ওর নাম কি বিশেষ—সোরে দাঁড়াও। বুঝ্‌লে কি না? তামাক দে রে!

যশো।—আজ্ঞা, তবে, আর এক হাজার। অনুগ্রহ কোরে এই পাঁচ হাজারেই—

ভক্ত।—(আলবোলা টানিতে টানিতে হরিনামের মালা শীঘ্র শীঘ্র জপ করিতে করিতে মুখ বাঁকাইয়া) উঁ হুঁ—না,—ওর নাম কি বিশেষ—পাঁচ হাজারে হবে না। উঁ হুঁ! তামাক দে রে!

যশো।—আজ্ঞা, তবে আর এক হাজার।

ভক্ত।—(মৃদুগতি মালা জপিয়া) উঁ হুঁ! না, উঁ হুঁ! হবে না, তামাক দে রে!

অখি।—(যশোবন্তের প্রতি) ওগো, তুমি অত দোকানদারী ফলাচ্চো কেন?—যা একবার মুখ দিয়ে বার্ করেন, তার রদবদল করা বাবুর স্বভাব নয়। রাজী হও।

যশো।—(চিন্তা করিয়া) তবে অনুগ্রহ কোরে হাজার দুই টাকা কম কোরে নিন। তা নৈলে আমি গরিব মারা যাই। চার হাজার দিয়েছি, আর চার হাজার দিব অঙ্গীকার কোচ্ছি। এই আট হাজার হলো।

ভক্ত।—(পূর্ব্ববৎ নল ও জপে মগ্ন হইয়া) উঁ হুঁ! না, তাতে হবে না, উঁ হুঁ! কম পোড়্‌বে, তামাক দে রে!

যশো।—(বিষণ্ণভাবে সাশ্রুনয়নে) আজ্ঞা, তবে,—তাই-ই মঞ্জুর!—কি কোর্‌বো!—যেখানে পাই, বাড়ী বন্ধক রেখেও দশ হাজার টাকার যোগাড় কোরে দিব।

ভক্ত।—(সাহ্লাদে উঠিয়া বসিয়া) অ্যাঁ—মঞ্জুর?—ভাল ভালো,

(আলবোলার নল লইয়া) খাও খাও,—তামাক খাও,—তামাক খাও! অনেক কষ্ট হয়েছে, তামাক খাও!

যশো।—আজ্ঞা, আপনার সম্মুখে———

ভক্ত।—আরে,—খাও খাও খাও, তাতে দোষ নাই। (শীঘ্র শীঘ্র মালা জপন) লোকটা কে?—হবে না?—আমি বেশ জানি, ওর নাম কি বিশেষ—অতুল কীর্ত্তি, অতুল সাহস, হবে না?—বড় খুসী হোলেম, বড় সুখী হোলেম। আর একটা কথা কি জানো, ওর নাম কি বিশেষ—দশজনে শুন্‌ছে, হাপিত্তেশ্ কোরে আছে, কাজটা না হোলে বড় নিন্দে হতো, বুঝ্‌লে কি না?—আমার জন্যে বোল্‌ছি না, এ টাকা আমার থাক্‌বে না, বরং—ওর নাম কি বিশেষ—ঘর থেকে কিছু যাবে। তবে কি না, জান্‌লে তো, আমারও মুখ রক্ষে হলো,—আর ওর নাম কি বিশেষ—তোমারও মানরক্ষা হলো;—কোট বজায় রইল। বুঝ্‌লে কি না? ভাল কোরে টানো, ভাল কোরে টানো, জান্‌লে কি না? কোল্‌কে বোদ্‌লে দে রে!

যশো।—আজ্ঞা, তবে আমি এখন বিদায় হই।

ভক্ত।—হাঁ এসো, যত শীঘ্র পার, ওর নাম কি বিশেষ—বাকী টাকা-গুলি নিয়ে এসো। বুইলে কি না? তামাক দে রে! আচ্ছা এসো।

যশো।—নমস্কার!

[প্রস্থান উদ্যম।

ভক্ত।—আর দেখ, তোমার স্ত্রীকে একবার আমার অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিও, ভাল রকম কোরে আঁট্‌তে হবে, বিশেষ রকম শলা দিতে হবে। বুঝ্‌লে কি না?

যশো।—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞা, সে হলো ছেলে-মানুষ, আপনার শলা পরামর্শ সে কি ধারণা কোত্তে পার্‌বে? তা শ্বাশুড়ীকে পাঠালে হয় না?

ভক্ত।—ছেলে মানুষ আর কি? সংসারধর্ম্ম কোচ্চে, বোধ শোধ জন্মেছে, সংস্কার হয়েছে, এ আর ধারণা কোত্তে পারবে না? আমি ভাল কোরে শলা দেবো, তা হোলেই বুঝ্তে পারবে, খুসী হয়ে যাবে। (কিঞ্চিৎ পরে) তা তোমার শাশুড়ীকে পাঠাতে চাও, পাঠিও, দুজনকেই তালিম কোরে দিব। এ সব কাজে ওর নাম কি বিশেষ—পাঁচজনকে জড়ানো চাই, পাঁচজনের শলা পরামর্শ চাই, বুঝ্লে কি না?

যশো।—যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

অগ্নি।—(জনান্তিকে ভক্তরামের প্রতি) বেশ কাজ গুছনো হয়েছে। কিন্তু মশাই, আমার বিষয়টা,—আমাকে তো সেই ১৬টী টাকা বৈ আর কিছুই দেন নি, সে বিষয়টা একটু বিবেচনা কোত্তে হবে। দেখ্লেন তো, কত কোরে ভুজং ভাজাং দিয়ে, কত ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজী কোরে দিলেম, আমি যেন ফাঁকিতে না পড়ি। আর ঐ যে, মেয়েমানুষদের কথাটা বলা হলো, ওটা খুব ভালই হলো। তাদের হাত কোত্তে পাল্লে ওর কাছে আরো দেঁড়েমুসে নেওয়া যাবে। আচ্ছা বুদ্ধির কাজ হয়েছে। আপনি হোচ্ছেন বুদ্ধির সাগর, বিদ্যার জাহাজ, আপনাকে আর অধিক কি বোল্‌বো। কিন্তু আমার বিষয়টা যেন ভুল্‌বেন না। খরচ যা হয়েছে, আর যা যা হবে, তা তো জান্‌তেই পাচ্ছেন, আমাদের হলো এই বৃত্তি, বিশেষতঃ এ সব কাজে।

ভক্ত।—হাঃ হাঃ হাঃ! আরে, তোমারেও কিছু করা যাবে, যা হয় কিছু করা যাবে,—ওর নাম কি বিশেষ—তুমি কিছু পাবে বৈ কি,—তার উপায় করা যাবে। বুঝ্লে কি না?

অগ্নি।—সে আপনার অনুগ্রহ। তবে আমি এখন বিদায় হই।

ভক্ত।—আচ্ছা, প্রণাম। (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে ললাটস্পর্শ।)

অগ্নি।—(অঞ্জলি বিস্তার করিয়া) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ !

[প্রস্থান।

শিশু।—(গম্ভীরভাবে) একটা কথা নিবেদন কোচ্ছিলেম কি, এই যে কাজটায় প্রবৃত্ত হোচ্ছেন, যে কাজটায় মত দিচ্ছেন, এটা কি ভাল কাজ করা হোচ্ছে ?

ভক্ত।—(বিরক্তভাবে) ভাল হোচ্ছে না তো কি হোচ্ছে ? বেশ হোচ্ছে। একটা অনুগত লোক,—ওর নাম কি বিশেষ—একটা দায় থেকে উদ্ধার হবে, তোমার বিবেচনায় এ কাজটা বুঝি বড় মন্দ ?—ওর নাম কি বিশেষ—এম্‌নি বুদ্ধিই বটে তোমার !

শিশু।—আজ্ঞা না, মন্দ বোল্‌ছি না, একজনকে দায় থেকে উদ্ধার করা মহৎলোকের কার্য্যই বটে, কিন্তু এটা কি রকম ? লোকে যে রকম বলে, তাতে কোরে ওর জাতকুলের বিষয় কিছু ঠাই ঠিকানাই হয় না ; তাইতেই বোল্‌ছি।

ভক্ত।—কে এমন কথা বলে ? ও যে কি দরের লোক, তোমরা তার বুঝ্‌বে কি ?

শিশু।—বোঝা বুঝি তো দেখ্‌ছি, কেবল গোচ্ছার আময়দা টাকা, লোক মজাবার জন্যে হুড় হুড় কোরে খরচ কোচ্চে, এ ছাড়া আর তো কিছুই দেখ্‌তে পাই নি, বুঝ্‌তেও পারি নি।

ভক্ত।—তবেই হলো, তবেই হলো ;—টাকা যার ঘরে আছে, লক্ষ্মী যার কাছে আছেন, তার আবার জাতকুলের কথা জিজ্ঞাসা ? খারাপ লোক হোলে—ওর নাম কি বিশেষ—লক্ষ্মী কি তার ঘরে ঢুক্‌তেন ? ছায়াও মাড়াতেন না ; তিনি হোলেন দেবতা, তাঁর কি এটাও বিবেচনা নাই ? কি রকম অর্ব্বাচীনের মতন কথা কও ? ছিঃ !

শিশু।—এ কিরূপ আজ্ঞা কোচ্চেন? লক্ষ্মী যার কাছে থাকেন, সে ব্যক্তি

বড়মানুষ হোতে পারে, কিন্তু তা বোলেই যে, তার জাতকুল ভাল হলো, তার প্রমাণ কি? কথায় বলে, "লক্ষ্মী একালে নীচগামী—" ধন থাক্‌লেই কি বড় জাত হয়? লোকে এ কথা মান্‌বে কেন? কে চোক্ বুজে থাক্‌বে? এই দেখুন, ও হলো সিং,—খোট্টা, ওর শাশুড়ীরা কৈবর্ত্ত, আর যে ঘরে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ কোরেছে, তারা হলো গয়লা;—এ সকল জেনে শুনে কে এতে রাজী হবে? লোকে এ কথা মান্‌বে কেন? কে চোক্ বুজে থাক্‌বে? কার মুখে চাপা দিয়ে রাখ্‌বেন?

ভক্ত।—আরে সেই জন্যেই তো টাকা।—দশজনকে দিতে হবে,—মান রাখ্‌তে হবে,—ওর নাম কি বিশেষ—মর্য্যাদা রাখ্‌তে হবে, সেই জন্যেই তো টাকা দিতে রাজী হোচ্ছে,—সেই জন্যেই তো এত খরচপত্র।—ভাল ধোঁয়া বেরুচ্চে না, তামাক দে রে!

শিশু।—তবে দেখুন,—চেষ্টা করুন,—কিন্তু যা বলুন, আর যা কোন্, এমন নোংরা কাজটা আপনি কোর্‌বেন না, এতে হাত দেবেন না, লোকে স্বীকার পাবে না, আপনার নিন্দা হবে।

ভক্ত।—কে না স্বীকার পাবে? আমার কথায় কে না স্বীকার পাবে? এই কালিই—এই কালিই আমি—ওর নাম কি বিশেষ—এ বিষয়ের সভা কোর্‌বো;—উলুবেড়ের কাছারীবাড়ীতেই সভা কোর্‌বো। তুমি যেও, সকলকেই ডাক্‌বো,—সব্বাই যাবে,—কে না স্বীকার পাবে? যখন আমি এতে আছি,—আমি যখন বোল্‌ছি,—তখন কে না রাজী হবে?

শিশু।—দেখ্‌বেন, দেখুন; আমি কি না জেনেই আপনাকে বোল্‌ছি। তখনিই সব জান্‌তে পার্‌বেন। উলুবেড়েতে আমার একটা দরকার আছে, সেই উপলক্ষেই কাল আমি সেখানে যাচ্চি, সেই সময়েই মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।

ভক্ত।—(নেপথ্যাভিমুখে) আল্‌বোলা নিয়ে যা রে!

(মাদার প্রবেশ।)

সন্ধ্যে আহ্নিকের যোগাড় কোর্ গে যা। বুজিছিস্ ? (জনান্তিকে) চাটের যোগাড়টা—ওর নাম কি বিশেষ—কিছু বেশী কোরে কোরিস্। বুঝ্‌লি কি না ? দুজনকার মতন, বুঝ্‌লি তো ? আজ্‌কে মুকী আস্‌বে। বুঝিছিস্ ? বেশী কোরে রাখিস্, বুঝ্‌লি কি না ?

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

উলুবেড়ের কাছারী।

ভক্তরাম মণ্ডল, জামাই বাবু, (ওরফে বীরভদ্র) সোণারচাঁদ, প্রফুল্লচন্দ্র, ধরণীধর, শিশুপাল, আশ্রয়চন্দ্র, মাখনলাল ও অন্যান্য সভ্যগণ আসীন।

ভক্ত।—তবে ও বিষয়টা ঐরূপই ধার্য্য হলো। (শিশুপালের প্রতি) কি হে, তুমি যে বোলেছিলে, কেউ আস্‌বে না, কেউ রাজী হবে না, এই তো সব এলো, এই তো সব হলো, এত ভদ্রলোক——

শিশু।—কৈ মহাশয়, এত সব ভদ্রলোক কৈ ? এ তো দেখ্‌ছি, আপনার ভাগ্‌নে, এ তো আপনাদের জামাই, এরা তো কজন আপনার আম্‌লা। হীরু নাই, ধীরু নাই, রাম নাই, শাম নাই——

ভক্ত।—আরে তাদের গ্রাহ্য করে কে ? তারা জনকতক এলো না বোলে কি সভা হবে না ? না—ওর নাম কি বিশেষ—বিয়ে আট্‌কে থাক্‌বে ?

জামাই।—(শিশুপালের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে) তুমি চুপ্ কোরে থাকো না!—বোঝ না সোঝ না, সকল কথায় কথা কও, কেমন স্বভাব তোমার? এ আসে নি, ও আসে নি, সে আসে নি, তোমায় এ রকম সালিসী মধ্যস্থি সর্‌ফরাজী কোত্তে কে বলে? অমুক আসে নি! হুঁ! নাই বা এলো? তাদের কে চায়? পেচ্ছাপ্ কোরে দিই! এই যে হাকিম এসেছেন, এঁর সাকিম সহরে। ভক্ত যখন আছেন, তখন বড় শক্ত ব্যাপার! যখন হুজুর এসেছেন, তখন মজুরে কি দরকার? চক্ষু নাই? দেখ্‌তে পাচ্ছো না? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

শিশু।—তুমি গায়ে পোড়ে ঝগ্‌ড়া করো কেন হ্যাঁ? তোমার যত বিদ্যা-বুদ্ধি, তা সকলেই জানে, পেটে কালীর আঁচড় একটুও নাই, যত কালী, সবই গায়ে।—বাইরেও যেমন রংটুকু কুচ্‌কুচে, ভিতরেও তেমনি অন্ধকার।

জামাই।—(সক্রোধে) চিরদিন তুমি দুর্ম্মুখো, যাকে যা মনে আসে, তাকে তাই-ই বলো। চক্ষের চাম্‌ড়া নেই! কেবল শেয়ালের মতন কেঁউ কেঁউ কোরে চ্যাচাতেই জানো। তোমার এ সভায় আসাই উচিত ছিল না।

শিশু।—হাঁ, আমি তা জানি, আমি আস্‌তেম না; তবে——

জামাই।—(সরোষে) আস্‌তে না, তবে এসেছ কেন?

শিশু।—এসেছি কেন, তার জবাব তোমায় কি দিব? কথা কইতে জানো না, কেন মিছে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোরে বকো?

ভক্ত।—(চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া) কি! তুমি জামায়ের কথায় ছল ধরো? এতদূর সাহস তোমার? ওর বিদ্যা নাই? তুমি বুঝি ওর কোত্তে বিদ্বান্? ওর কি সামান্যি বুদ্ধি? একটা অন্যায় তক্‌রারকে—ওর নাম কি বিশেষ—চেচিয়ে মেচিয়ে ন্যায় কোরে দেয়! এ কি কম বুদ্ধির কাজ? বিদ্যা না থাক্‌লে কি বুদ্ধি হয়? ও যার নামে যা বলে, সব ঠিক্ কথা!—তুমি ওর কথায় খুঁট ধরো? ঠাট্টা করো? বড় অন্যায় তোমার! ছিঃ!

শিশু।—ঘাট হয়েছে!

জামাই।—হাজার বার!

ভক্ত।—(শিশুপালের প্রতি) যাক্, সে কথা যেতে দাও, এখন তুমি—ওর নাম কি বিশেষ—বিয়ে দিতে যাবে কি না বলো!

শিশু।—আজ্ঞা, সকলে যায় যদি, অবশ্য যাবো।

ভক্ত।—আরে, সকলের কথা সকলে বুঝ্বে, তোমার নিজের জবাব তুমি নিজে দাও,—তুমি যাবে কি না বলো?

শিশু।—আজ্ঞা, দশজন জ্ঞাতকুটুম্ব ছেড়ে কেমন কোরে যাই।

ভক্ত।—(সক্রোধে) তবে যাবে না?—আচ্ছা, আচ্ছা, আমার সেই জামীননামাখানা ফিরিয়ে দাও।

শিশু।—কিসের জামীননামা?

ভক্ত।—জানো না?—মনে নাই?—ভুলে গেছ বুঝি? সেই চাক্‌রী হবার সময়—ওর নাম কি বিশেষ—যখন গলায় জল ওলে না,—কেঁদে কেটে এসে ধোল্লে,—এখন আর মনে পড়ে না?

শিশু।—আজ্ঞা, তার সঙ্গে এর কি? কর্ম্মের জন্যে আপনাকে ধোরেছিলেম, আপনি অনুগ্রহ কোরে জামীন হয়েছিলেন, তার সঙ্গে এর কি? জেতের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

ভক্ত।—না না, ও সব কথা আমি কিছুই শুন্‌তে চাই না,—তোমার উপর আমার কিছুই বিশ্বাস নাই, তুমি এনে দাও, আজি এনে দাও, তুমি লোক ভাল নও, তোমার উপর আমার—ওর নাম কি বিশেষ—কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই!

শিশু।—আজ্ঞা, তা হোলে আমার চাক্‌রীটী যায়,—পরিবার মারা পড়ে!

ভক্ত।—আমি তার কি কোরবো? আমি তোমার জামীন হবো না,

তুমি অপর চেষ্টা দেখো গে। সেখানা এনে দাও,—বার বার বোল্‌ছি, সে জামীননামাখানা এনে দাও,—আমি তোমার জামীন হবো না। সহজে দেবে কি না বলো!

শিশু।—(ক্ষুন্নমনে) যদি একান্তই না ছাড়েন, কাজেই এনে দিতে হবে;—এক হপ্তা সময় দিন, আমি অন্য জামীনের চেষ্টা দেখি।

ভক্ত।—এক মুহূর্ত্তও না,—এক লহমাও না,—এক্‌খুনিই এনে দাও,—এক্‌খুনিই আমি তা চাই,—তা না হোলে এক্‌খুনি আমি—ওর নাম কি বিশেষ—তোমাদের সায়েবকে চিঠি লিখ্‌বো।

শিশু।—তা হোলে আমি একেবারে মারা যাই! জামীন দিলেও সাহেবেরা আর কর্ম্ম দেবে না,—পরিবারগুলো ঠায় মারা যাবে!

ভক্ত।—কিছুই আমি শুন্‌তে চাই না, তোমার পরিবার মোলো তো আমার কি? তুমি আমার হোতে, আমিও তোমার উপকার কোত্তেম, তা হোলে—ওর নাম কি বিশেষ—আমিও তোমার কথা শুন্‌তেম। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, এরা কি বড় হলো?—আমি কি কেউ না?—পরিবার মারা যায়!—কেন, তারা এসে রক্ষা করুক না,—জামীন হোক্ না,—সপ্তাহ কেন, এখুনি হোক্ না;—জ্ঞাতি, কুটুম্ব, তারা না গেলে উনি যেতে পারেন না,—আরে যার দ্বারা কাজ পাওয়া যায়, সেই তো জ্ঞাতকুটুম্ব,—জ্ঞাতকুটুম্বরও বাড়া। জ্ঞাতকুটুম্ব! মুখে ওটা আট্‌কালো না? তাই তখন তুমি বোল্‌ছিলে, কেউ আস্‌বে না, কেউ রাজী হবে না, তাই তুমি ভণ্ডুল দিতে এসেছিলে? এখন ম্যাও ধরে কে? তারা এসে ছাতা দিয়ে মাথা রাখুক্ না। সপ্তাহ! এক লহমাও না, এখুনিই চাই,—এখুনিই আনো। যাও, চোলে যাও, এক্ষুণি চোলে যাও, সেই জ্ঞাতকুটুম্বুর কাছে যাও! জামীননামা আমি এক্ষুণি চাই।

শিশু।—(গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বাঃ! জাত দিতে হবে! চাক্‌রীর

জন্তে জামীন হয়েছেন বোলে জাত দিতে হবে! হায়! ধর্ম্ম কি পৃথিবী থেকে একেবারে অন্তর্দ্ধান হলো!

[সাশ্রুনয়নে প্রস্থান।

ভক্ত।—(ক্রোধে গোঁফ মুচ্ড়াইতে মুচ্ড়াইতে) হুঁম্!—হুঁম্!—হুঁম্!—আচ্ছা নাকাল কোর্‌বো, আচ্ছা জব্দ হবে। যে যে আমার বিপক্ষ হবে, যে যে যাবে না, তাদের ভিটে মাটী চাটী কোর্‌বো, তবে ছাড়্‌বো! তামাক দে রে!

ধরণী।—আজ্ঞা, তা বটেই তো! আপনার কথা যে না শুন্‌বে, তাকে তো ঠেক্‌তেই হবে।

প্রফুল্ল।—(ভক্তরামের একগাছি ছেঁড়া গোঁফ কুড়াইয়া লইয়া প্রফুল্ল মুখে)—মোড়োলের গোঁফ!—দেখেছ!—আহা! কেমন সুন্দর! কেমন সরু!—দেখেছ, কি মোলায়েম!—(মুখের কাছে লইয়া চুমকুড়ি প্রদান।) আহা! মোড়োলের গোঁফ!—দেখেছ!—এমন আর কারুরি হয় না! স্থানভ্রষ্ট হয়ে মাটীতে পোড়েছে, তবুও দেখেছ! কি চমৎকার শোভা!—যেন হাস্‌ছে! কেমন সাফাই দেখেছ! যেন জল্‌জ্বল্ কোচ্চে! গোঁফেরা ছয় জাতি। "কলামোচা, উভুখোঁচা, মাঝে শূন্য, গু চ্যাপ্‌টা; মোসে শিঙে, বেনাপাতি, এই গোঁফেরা ছয় জাতি।" এঁর হোচ্ছে বেনাপাতি! কে বোল্‌বে মোসে শিং। গায়ের চুল, সেগুলিও গোঁফের সামিল! তাও হোচ্ছে বেনাপাতি।—সবই এঁর বেনাপাতি, কেবল দু এক জায়গায় মোসে শিঙে। এত বয়েস হয়েছে, তবু এই গোঁফের দরুণ দেখায় যেন, ১৩ বছরের ছোক্‌রাটী!

(বিষণ্ণবদনে যশোবন্তের প্রবেশ।)

ভক্ত।—এই যে! এসো, এসো, বোসো।

যশো।—নমস্কার! (উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বগত)

এই কটী বৈ লোক নয়! এ কি হলো! ভাল ভাল লোক যে কেউ আসে নি! কেউ যাবে না না কি?

ভক্ত।—কেমন হে, তুমি কতগুলি লোক সংগ্রহ কোল্লে?

যশো।—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আজ্ঞা, আমার কেবল দুজন সরকার আছে, আর জন আষ্টেক আড়তের মুটে পাওয়া গেছে, আর জনকতক রেও বামুন জড়ো কোরেছি, এতদ্ভিন্ন বাড়ীর দাসীচাকর যারা যারা আছে, তাদেরও নিয়ে যাবো; কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোকেরা কেউই যেতে চায় না, এর উপায় কি?

ভক্ত।—আরে, তারা নাই বা গেল, তার জন্যে ভাবনা কি? তুমি বেশী কোরে—ওর নাম কি বিশেষ—আরো জনকতক মুটে যোগাড় করো, তা হোলেই হবে! তাদেরি ভাল রকম কাপড় চোপড় পোরিয়ে ফিট্‌ফাট্ কোরে নেওয়া যাবে। কারু গায়ে তো আর লেখা থাকে না যে,—তোমার ওর নাম কি বিশেষ—এরা ভদ্র, আর ওরা অভদ্র! ফসা কাপড় পোরে ফিট্‌ফাট্ হয়ে যখন তারা বেরুবে, তখন কার সাধ্য কে বোল্‌তে পার্‌বে যে, তারা মুটে! বুঝ্‌লে কি না? তুমি তাইই কোরো,—তা হোলে—ওর নাম কি বিশেষ—বড় রগ্‌রোগে হয়ে যাবে!

ধরণী।—বাঃ! কি বুদ্ধি! কি ফিকিরই বার কোরেছেন! না হবে কেন, লোকটা কে?

যশো।—আজ্ঞা, মুটের যোগাড় কোত্তে পারি, কিন্তু তা হোলেই কি—

ভক্ত।—আরে শুধু তাই কেন? শোনো না বলি। মুটে তো থাক্‌বেই, আরো তা ছাড়া আমার সঙ্গেও কম্‌বেশ—ওর নাম কি বিশেষ—দশ বারো জন লোক যাবে, তা হোলেই ঢের হলো,—কেমন কি না? আর দেখ, আর এক কর্ম্ম কোরো, খুব জেয়াদা কোরে—ওর নাম কি বিশেষ—সহর থেকে এক শো ডেড় শো গাড়ী এনো, খান্ চারপাঁচে আমরা চোড়ে

যাবো, আর বাকীগুলো—ওর নাম কি বিশেষ—দরজা বন্ধ কোরে পেছোনে পেছোনে গড়্‌গড়্ কোরে ছুটিয়ে দিও। বুঝ্‌লে কি না? তা হোলেই লোকে মনে কোর্‌বে, যখন এত গাড়ী, তখন অবশ্যই হাজার লোক চোলেছে। জান্‌লে কি না? আর দেখো, খুব বেশী কোরে—ওর নাম কি বিশেষ—আতস বাজীর যোগাড় কোরে রেখো। তুবড়ী, হাউই, চোর্‌কী, আর আশ্চয্যি আশ্চয্যি নানান রকমের তারাকাটা, হীরেকাটা, চুণিকাটা, ভোকাটা, এই সব রকম খুব বেশী কোরে যোগাড় কোরে রেখো। পথে যাবার সময় ক্রমিক ছুড়্‌তে থাক্‌বে, আর দুধারী লোকেরা হাঁ কোরে—ওর নাম কি বিশেষ—কেবল সেই দিকেই তাকিয়ে থাক্‌বে,—তাক্ লেগে যাবে! গাড়ীর ভিতর কি থাক্‌লো, কেউ আর সে দিকে ভ্রূক্ষেপও কোর্‌বে না। বুঝ্‌লে কি না? তুমি তাই-ই কোরো। বাজনা বাদ্যির কিছুই দরকার নাই। মাঝে মাঝে বরং এক একটা—ওর নাম কি বিশেষ—লাল আলো, নীল আলো, সবুজ আলো, কালো আলো জ্বেলে জ্বেলে দেওয়া যাবে, আচ্ছা বাহার বেরুবে! লোকে আঁধার দেখে যাবে! বুইলে কি না?

জামাই।—দেখ্‌লে যশী বাবু! আমাদের কত্তা মশায়ের বুদ্ধিখানা একবার দেখ্‌লে, ক্ষমতাটা একবার বুঝ্‌লে! ইনি তোমার মতন কত লোককে উদ্ধার কোরে দিয়েছেন, তার সংখ্যা নাই। এই যে দেখ্‌ছো, (ধরণীধরকে লক্ষ্য করিয়া) এই ধরণী বাবু, ইনি যখন প্রথম এ দেশে আসেন,—সেই, যে বছর ঝড় হয়ে মন্বন্তর হয়, সেই বছর আসেন,—তখন খুব ছোট,—গুড়্‌গুড় কোরে হেঁটে বেড়াতেন, লোকে এঁকে গুড়্‌গুড়ে ছেলে, গুড়্‌গুড়ে ছেলে, বোলে ডাক্‌তো। ইনি কার ছেলে, কি জাত, কি বিত্তান্ত, কিছুই কেউ জান্‌তো না। কেউ বোল্‌তো হাড়ী, কেউ বোল্‌তো শুঁড়ী, কেউ বোল্‌তো ডাল্‌হারা, কিছুই ঠিক ছিল না; শেষে কত্তাই দয়া কোরে এঁকে উঁচু দরের লোক কোরে দিয়েছেন। এখন ইনি সভা উজ্জ্বল কোরে

দশের সঙ্গে মিলে মিশে চোলে যাচ্ছেন। কেমন চালিয়ে দিয়েছেন। এই, তোমারো কাজটী কেমন হাসিল হয়েগেল, দেখ্‌লে তো?

যশো।—(ম্রিয়মাণ হইয়া) তবে আমি এখন আসি। কাল গায়ে হলুদ, বামণপণ্ডিতেরা আস্‌বেন, বিদায়ের উজ্জুগ সুজ্জুগ কোত্তে হবে।

ভক্ত।—হাঁ, তাঁরা তো অধমতারণ আছেনই, তাঁদের জোরেই তো আমরা তোরে যাচ্ছি। আচ্ছা, তবে তুমি এখন এসো।

যশো।—(গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) ভাল লোককে মুরুব্বি ধোরে-ছিলেম বটে! ধনেপ্রাণে মারাগেলেম! হায় হায়! মুটের যোগাড়, গাড়ীর যোগাড়, আর বাজীর যোগাড়! এই তিনটী যোগাড়েব দাম কি দশ হাজার টাকা! ধনেপ্রাণে গেলেম! হায় হায়! কপাল আমার!

[প্রস্থান।

ভক্ত।—(সকলের প্রতি) তবে চলো আমরাও বিশ্রাম করি গে। যে কাজের জন্যে একত্র হওয়া, তা তো একরকম সমাধা হলো, তবে আর কেন?

সকলে।—যে আজ্ঞা, চলুন।

(মাদার প্রবেশ।)

ভক্ত।—(জনান্তিকে) কি রে! খবর কি? মুক্ষদা এসেছে?

মাদা।—(জনান্তিকে) আজ্ঞা হাঁ, চুল বাঁধা হয়েছে, কাপড় পরা হয়েছে, এলো বোলে।

ভক্ত।—(হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) হরি হে! তোমার ইচ্ছে! (সকলের প্রতি) তবে চলো হে, আমরা যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

কাল্‌কেপুর।

গৌরীকান্ত ঘোষের বাটী।

বিবাহ-সভা।

বরাসনে বর, চতুষ্পার্শ্বে ভক্তরাম, যশোবন্ত, জামাইবাবু, (ওরফে বীরভদ্র) সোণারচাঁদ, শঙ্করচাঁদ, প্রফুল্লচন্দ্র, আশ্রয়চন্দ্র, ধরণীধর, মাখনলাল প্রভৃতি বরযাত্র, কন্যাযাত্র, ভট্টাচার্য্য, ঘটক ইত্যাদি উপবিষ্ট।

সোণা।—তাই তো, পুরুত এখনো এলো না যে! পাঁচ দণ্ডের ভিতরে লগ্ন, (ঘড়ী দেখিয়া) আট্‌টা তো বেজে গেছে, প্রায় সাড়ে আট্‌টা হয়, এখনো পুরুত এলো না! কি রকম লোক সে? গাঁজা খায় না কি?

জামাই।—আরে পুরুতের জন্যে ভাব্‌না কি, সে বেটা নাই বা এলো, পেচ্ছাপ্‌ কোরে দিই, কারো জন্যে কি কারো কাজ আট্‌কায়? পুরুত নাই বা এলো!

সোণা।—বিলক্ষণ! পুরুত না হোলে কাজ হবে কারে নিয়ে? তুমি বিয়ে দিবে না কি?

জামাই।—আরে বিয়ে দেওয়া তো তুচ্ছ কথা! আমি নিজেই বিয়ে কোত্তে পারি!

সোণা।—ন্যাও ন্যাও রাখো, ও সব ঠাট্টা তামাসা ছাড়ো, পুরুতকে ডাক্‌তে পাঠাও।

জামাই।—সে বেটাকে আবার ডাক্‌তে পাঠাবে কি? এই আমাদের ধরণীধর,—ইনি কি একজন কম লোক? ইনিই পুরুত হবেন।

সোণা।—আরে ও কি বামুন? বামুন না হোলে কি কখনো পুরুত হয়?

জামাই।—তোমার যেমন বিদ্দে, তুমি তেমনি বোল্লে। ও কি কম্ জাত, ও কি ছোট জাত? উঁচু জাত হোলেই হলো।

সোণা।—কে জানে বাবু, তুমি হোলে একজন জাঁহাঁবাজ লোক, বুদ্ধির আণ্ডিল, তোমরা যা জানো, তাই করো!

আশ্রয়।—ও হে তোমরা পুরুত পুরুত কোরে গোল কোচ্চো, এ দিকে শুন্‌চি, নাপিতও আসে নি।

ভক্ত।—আরে নাপিতের জন্যে ভাব্‌না কি? অনেক নাপিত আমার সঙ্গে এসেছে; নাপিতের জন্যে ভাবনা কি?

সোণা।—(হাস্য করিয়া) হাঁ হাঁ, খোদ পরামাণিক যখন উপস্থিত, তখন আর নাপিতের ভাব্‌না কি?

জামাই।—উঃ! ভারি জলতেষ্টা পেয়েছে। আট দশবার জল আন্‌তে বোল্লুম, কেউ শুন্‌লেই না, গ্রাহ্যই কোল্লে না; ছাতি ফেটে যাচ্ছে! দোষ দেবোই বা কাকে? যে ভিড়, শুন্‌তেই বা পায় কে? এই একরত্তি বাড়ী, কুল্লে এক রসী জায়গা, এর ভিতর এতো লোক! বিশ পঁচিশ জন! বরং বেশী তো কম নয়! এতো লোক, এতো ভিড়, কে কার কথা শোনে? দূর হোক্, জল এগোয় না তেষ্টা এগোয়! যাই, পোদ্দারের দোকানে গিয়েই জল খাই গে। (দাঁড়াইয়া স্বগত) এই সুযোগে ভাল দেখে একযোড়া জুতো সাতানো যাক্। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ভূমি নিরীক্ষণ) এঃ! সব বেটারিই যে সমান! আস্ত তলা একটাও নেই! যা পাই, বেছে বুছে নিই, যথালাভ!

[এক যোড়া জুতা বগলে করিয়া প্রস্থান।

(কন্যাকর্ত্তার প্রবেশ।)

কন্যা-ক।—(চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ গো, তোমাদের আর সব কোথায়? কাউকেই যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নি!

প্রফুল্ল।—কেন, এই যে সকলেই এসেছে; বাকী কে?

কন্যা-ক।—কৈ? শাম কৈ, রাম কৈ, হরু কৈ, বরু কৈ, বাণু কৈ, জয় কৈ, তারু কৈ, ভূপেন কৈ, এরা সব কৈ?

ভক্ত।—সকলেই আস্‌ছে।

ধরণী।—আজ্ঞে, সকলেই আস্‌ছিল, কেবল শাম বাবুর পেট কাম্‌ড়াচ্ছে।

কন্যা-ক।—আর হরু?

প্রফুল্ল।—আমি তার কাছে গিয়েছিলেম, তার মাথা ধোরেছে।

কন্যা-ক।—আর বরু?

প্রফুল্ল।—সে ঘুমিয়ে পোড়েছে।

কন্যা-ক।—আর জয়?

প্রফুল্ল। তার অম্বলের ব্যামো চাগিয়েছে।

কন্যা-ক।—আর তারু?

প্রফুল্ল।—সে কারু নয়।

কন্যা-ক।—আর ভূপেন?

প্রফুল্ল।—সে সন্ধ্যার আগে বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরে নি।

কন্যা-ক।—আর রাম?

প্রফুল্ল।—সে কামে গেছে।

কন্যা-ক।—আর বাণু? তার কি হয়েছে? তার বুঝি দাঁত কন্‌কন্‌ কোচ্চে?

ধরণী।—ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্! তুমি জান্‌না কি! কন্‌কন্‌ বটে, কিন্তু দাঁত না,—আর্শো, আর্শো,—আর্শো;—টাটিয়েছে।

যশো।—(স্বগত) আর কারো টাটাক্ আর না টাটাক্, আমারি টাটিয়ে উঠ্‌লো! ধনেপ্রাণে গেলুম! ঢাক হয়ে পোড়েছে! দয়ালমণি ঠিক বোলেছিল, সে একজন পাকা পোৎ্‌তো পোড়খেকো মেয়েমানুষ, তার কথা না শুনেই আমার এ দশা ঘোট্‌লো! (প্রকাশ্যে ভক্তরামের প্রতি) তবে এই বেলা দস্তরমত পানসুপুরি বিতরণ করা হোক্।

ভক্ত।—(তাচ্ছিল্যভাবে গোঁফ মুচ্‌ড়াইতে মুচ্‌ড়াইতে) না না, আর পানসুপুরি দরকার কোচ্চে না, ওটা এখন থাক্। কে বা দেয়, আর কে বা নেয়। এত ভিড়ে কি ও সব হয়? সে তখন আর একদিন হবে। (কন্যাকর্ত্তার প্রতি) মেয়ে বার করো, মেয়ে বার করো! শীগ্‌গির শীগ্‌গির কাজ সেরে ন্যাও।

ধরণী।—বটেই তো! বটেই তো! সে তখন আর একদিন হবে;—এখন মেয়ে আনো, মেয়ে বার করো। শুভক্রম্ শীঘ্রাণম্।

কন্যা-ক।—মেয়ে!—তাই তো!—তারে তোলে কে,—আনেই বা কে,—যে ভারী,—একলা তো পার্‌বো না,—তাই তো!

ভক্ত।—আরে তা তো জানি, একটু মোটা, তা হলোই বা!—একটু বয়েস বেশী, তা হলোই বা!—একটু ভারী, তা হলোই বা!—ভুঁড়ী আছে, তা থাক্‌লোই বা!—তা বোলে তো আর লগ্নভ্রষ্ট করা হবে না।

প্রফুল্ল।—লগ্নভ্রষ্ট!—"সাপাদপি শরাদপি!" অর্থাৎ সাপও যা, শরাও তা।—এখানে শরা মানে সোট্‌কে পড়া না,—পালিয়ে যাওয়া না,—হাঁড়ীর শরা—হাঁড়ীর শরা!

ধরণী।—কি ব্যুৎপন্ন! কি ব্যুৎপন্ন! শাস্ত্রেই আছে, "এক নাপিত সুবক্ষেণং কুঠারাস্তেন বন্দীনাং।" তা হবে না কেন, এক নাপিত সুবক্ষেণং অর্থাৎ একজন নাপিত, বুকের চুল;—কুঠারাস্তেন,—কুঠার,—মানে কি না কুড়ুল,—কুঠারাস্তে,—বুঝেই দেখো, রাস্তে সন্ধি হয়ে কাস্তে হয়ে গেল,—

তবেই হলো, কুড়ুল দিয়ে কিম্বা কাস্তে দিয়ে কাট্‌বে;—বন্দীনাং, মানে কি না, বাঁধ্‌বে,—অর্থাৎ দড়ী দিয়ে বাঁধ্‌বে। এখানে নাপিত হোচ্ছেন আমাদের মোড়ল মশাই, বুক হোচ্ছেন যশোবন্তের হেম্মত, কুড়ুলকাস্তে হোচ্চেন আমাদের বরকোনে,—কেননা, এর পরে পরস্পরে কত কাটাকাটি, কত মারামারি হবে;—আর বন্দীনাংটা,—কুঠারাস্তেন বন্দীনাং;—এর আর ব্যাখ্যা কোরবো কি? সকলেই তো তা বুঝ্‌তে পাচ্ছেন।

ভক্ত।—সাধু! সাধু! কি ব্যাখ্যাই কোল্লে! যেমন "কৃষ্ণ কাতরোক্তি কল্যাণক্,"—সার্থক তোমাকে পেয়েছিলেম, সার্থক তোমাকে মানুষ কোরেছিলেম! সাধু! সাধু! (কন্যাকর্ত্তার প্রতি) আর দেরি কোচ্চো কেন, মেয়ে বার করো!

কন্যা-ক।—আজ্ঞা, শুন্‌তে পাচ্ছি, মেয়েটার কিছু অসুখ কোরেছে, পেটটা কিছু কন্ কন্ কোচ্ছে,—কাম্‌ড়াচ্চে।

ভক্ত।—আরে পেট কন্ কন্ কোচ্ছে,—কাম্‌ড়াচ্চে!—তা বোলে কি বিয়ে আটক থাক্‌বে,—লগ্নভ্রষ্ট হবে?—তা জামাই কোথা গেল? সে—ওর নাম কি বিশেষ—এখানে থাক্‌লে কোনো চিন্তাই থাক্‌তো না,—চক্ষের নিমিষে উধাও কোরে নিয়ে আস্‌তো। ভারীই হোক্, ভুঁড়ীই থাক্, আর পেটই কাম্‌ড়াক্, এখুনি সব ঠিক্‌ঠাক কোরে দিতো,—কোনো চিন্তাই থাক্‌তো না। জামাই গেলো কোথা?

জনৈক কন্যাযাত্র।—জামাই কে মশাই? আপনার জামাই? বনমালী বাবু? তিনি কি এসেছেন?

ভক্ত।—না, বনমালী না, ঐ বীরভদ্র, বীরভদ্র।

কন্যা-যা।—তাঁর নাম জামাই হলো কেন?

ভক্ত।—তার সঙ্গে আমার একটা মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তার পর—ওর নাম কি বিশেষ—সে মেয়েটা গেল মোরে, বিয়ে হলো না,

কিন্তু সেই অবধি আমি তাকে জামাই জামাই বোলে ডাকি ;—তা সে গেল কোথা ? দেখো তো ? ডাকো তো ? এ সময় গেল কোথা ?

(জামাইবাবুর পুনঃ প্রবেশ।)

এই যে, এই এসেছে ! মেয়ে বার করো, মেয়ে বার করো ! যাও তো জামাই বাবু, মেয়ে আনো তো গিয়ে।

[জামায়ের প্রস্থান।

প্রফুল্ল।—আজ্ঞে, ছাঁদ্‌লাতলা হবে না ? স্ত্রী-আচার হবে না ?

ভক্ত।—না, না, এঁদের সে রীত নাই ; সভাতেই একেবারে সম্প্রদান হওয়া এঁদের কুলাচার। আহা ! গৌরীকান্ত ঘোষ গয়লা বটে, কিন্তু তার রীতনীত খুব ভালুই ছিল, আহা ! লোকটা মারাগেছে, বড় আপ্‌সোস্ হয় !

(জামাইবাবু ও অপর কয়েকজনে পিঁড়ী করিয়া কন্যা আনয়ন।)

মেয়ে।—(কাতরস্বরে) উঁ উঁ—উঁ উঁ !—আঁমার বঁড়ো অঁসুঁখ কোঁচ্চে, পেঁট কেঁমন কোঁচ্চে !

জামাই।—ভয় কি, ভয় কি ! একটু সোয়ে থাকো, একটু চেপে থাকো, সব সেরে যাবে, সব ভাল হবে।

মেয়ে।—(বীরভদ্রের গলা জড়াইয়া) আঁ-আঁ-আঁ ! গেঁলুঁম, গেঁলুঁম ! (সন্তান প্রসব, ছেলের ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া ক্রন্দন।)

জামাই।—এ কি ! আরে এ কি ! ট্যাঁটট্যাঁ করে কি ? কাপড়ের ভিতর ওটা নড়ে কি ? অ্যাঁ ?—ট্যাঁটট্যাঁ করে কি ? টিয়ে পাখী এনেছে না কি ? অ্যাঁ ?

(ধীরে ধীরে পিঁড়ীখানি ভূতলে স্থাপন।)

একজন।—আরে ধরো ধরো! দেখো কি? পাখী নয়, খোকা হয়েছে, খোকা হয়েছে! বিয়ের নামেই খোকা বিইয়ে ফেল্লে! (কন্যাকর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া) ঠাকুরদাদা! নাতীর মুখ দেখো! বিয়ে না হোতেই ছেলে! কি নক্ষী মেয়েই বাপু তোমার!

[পিঁড়ীশুদ্ধ সপুত্র মেয়ে লইয়া
চারি জন লোকের
অন্দরে প্রস্থান।

সকলে।—(সবিস্ময়ে পরস্পর মুখাবলোকন।)

যশো।—(কপালে হাত চাপ্‌ড়াইয়া) হায়! হায়! আমার সর্ব্বনাশ হল্লো! ধনেপ্রাণে গেলেম! ভক্তরাম আমায় দয়ে ডুবিয়ে দিলে! একেবারে আমার দফা রফা কোল্লে! হায়! হায়! হায়! বের কোনে ছেলে বিইয়ে ফেল্লে গা! এমন কোরেও ঘোঁটমঙ্গল বাধায় গা! হায়! হায়! হায়! এই জন্যেই তখন এরা বোলেছিল, ভুঁড়ী আছে, নেন গণেশ ষট্টী! হায়! হায়! হায়! আমার সব গেল! বড় জেতেই উঠ্‌লেম! হায়! হায়! হায়!

ভক্ত।—ভয় কি! ভয় কি! সব হবে। সব হবে! (পলায়নের উদ্যম।)

(চারিজন প্রতিবাসীর প্রবেশ।)

১ম প্রতি।—ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌, ঐ মোড়োল বেটাকেই ধর্‌! ওকে ছাড়া হবে না। সব জোগাড় কোরে রেখেছি, ও পালালে সব বৃথা হবে। ধর্‌ ওকে! ধর্‌ ধর্‌!

(বরযাত্র, কন্যাযাত্র, ঘটকপ্রভৃতি সমস্ত লোকের পলায়ন, ভক্তরামের হোঁছট খাইয়া পতন এবং দুই জন প্রতিবাসীর দ্বারা ধৃত হওন।)

ভক্ত।—(কাঁপিতে কাঁপিতে) অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমাকে কেন—আমাকে কেন!—আমাকে ছেড়ে দাও!—দোহাই বাবা! আমাকে মেরো না!—ছেড়ে দাও!—আমাকে কেন!—আমি কি দোষ কোরেছি!—আমাকে মেরো না!—তোমাদের পায়ে পড়ি!—ছেড়ে দাও!

২য় প্রতি।—(সহাস্যমুখে) না—না,—তোমাকে মার্‌বো কেন,—মার্‌বো কেন,—তুমি হোচ্চো মোড়োল মানুষ,—তোমাকে মার্‌বো কেন?—বরং রাজা কোরে দেবো!—নতুন বিয়ে দিয়ে দেবো!—(মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) ঐ নতুন খোকার মা-টীকে তোমায় বে কোত্তে হবে;—ও খুন তোমাকেই গলায় কোত্তে হবে বাওয়া!—নগ্নভেষ্টা করা হবে না!—আজিই বে কোত্তে হবে!—এখুনি!—(নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) ও কামিনি! ও মুক্ষদা! ও বিধু! ও ক্ষীরো! ও লবঙ্গ! তোরা একবার এই দিকে আয় তো গা!—স্ত্রী-আচার কোত্তে হবে,—বরণ কোত্তে হবে,—আর একটী বর পাওয়া গেছে,—শীঘ্র এই দিকে আয়!—শীঘ্র অরণবরণ কোরে নে!

(পাঁচটী কামিনীর প্রবেশ।)

কামিনী।—(ভক্তরামকে দেখিয়া) আহা! দিব্বি বরটী যে পেয়েছ!—তা টোপর কৈ?—টোপর পোরে আসে নি?—আচ্ছা, আমিই একটা টোপর জোগাড় কোরে আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

মোক্ষদা।—আহা! এমন বরটী, শুধু টোপর মাথায় দিয়ে ছাঁন্‌লাতলায় দাঁড়াবে, মালা পোর্‌বে না?—ভাল দেখাবে কেন?—মালা কৈ?

বিধু।—মালা?—আচ্ছা, আমিই একছড়া আন্‌চি।—ভাল জুঁইফুলের গোড়ে!—এক্ষুণি আমি নিয়ে আস্‌ছি।

লবঙ্গ।—না—না, জুঁই ফুল না, এঁর রং টুকু যেমন কুচ্‌কুচে, তাতে যে রং সাজোন্ত হয়, সেই রকম এনো।

বিধু।—আচ্ছা।

[প্রস্থান।

ভক্ত।—(করযোড়ে) আর বাবা কেন আমাকে যন্ত্রণা দাও! কেন এত লাঞ্ছনা করো, ঢের হয়েছে! আর না! এমন কর্ম্ম আর কোর্‌বো না।

৩য় প্রতি।—কেন? দশ হাজার টাকা ন্যাও! লোকের জাতকুল মজাও!—মুরুব্বিগিরি ফলাও! ঘোঁটমঙ্গল বাধাও! কোর্‌বে না কেন? কোর্‌বে বৈ কি? এ সকল কাজে যে রকম সুখভোগ হয়ে থাকে, তা একবার দেখো! মোড়োল! উঃ! গাঁয় মানে না আপনি মোড়োল!

(কামিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

কামিনী।—এই ন্যাও, টোপর পরো! (পার্শ্ব হইতে একটা সাহেবী টুপী লইয়া ভক্তরামের মস্তকে প্রদান।) উলু উলু উলু!

(প্রতিবাসিগণের করতালি।)

ক্ষীরো।—শুধু টোপরে ভাল দেখাচ্ছে না, কেমন ফাঁক্ ফাঁক্ লাগ্‌ছে।

(বিধুর পুনঃ প্রবেশ।)

বিধু। না, ফাঁক্ ফাঁক্ দেখাবে কেন, এই যে!—(ভক্তরামের গলায় জবার মালা প্রদান।) উলু উলু উলু!

সকলে।—উলু উলু উলু! (করতালি।)

মোক্ষদা।—ওলো নবঙ্গ! শাঁকটা এই বেলা বাজা না লো!—দেখিস্ কি? মালাবদল হয়ে গেল যে! বাজা না। ও নবঙ্গ দেখ্‌ছিস্ কি, শাঁকটা একবার বাজা না।

লবঙ্গ।—এ বিয়েতে কি শাঁক বাজায় না?—এর ভেন্ন বাদ্দি আছে লো, ভেন্ন বাদ্দি আছে। (কাঁসর বাদন।)

(সকলের হাস্য।)

কামিনী। (সহাস্যমুখে) ও ভাই মোড়োল! (শ্রীবিষ্ণুঃ!) ও ভাই বর! আজ তোমার বিয়ে! বিয়ের রাত্রে বর না চোর! আজ অনেক কাণমুটী খেতে হয়। কিন্তু তুমি হোচ্চো মোড়োল মানুষ, কাণে হাত দেব না, শুধু একবার দোলাবো ভাই! (দুই হাতে দুই হাত ধরিয়া দুলাইয়া গানের সুরে)

দোল্ দোল্ দোল্ মোড়োল দোলে!
বিয়ের কোণের ছেলে কোলে!!
দোল্ দোল্ দোল্ দে দোল্ দে দোল্!
গাঁয় মানে না আপ্‌নি মোড়োল!!

(পাঁচটী কামিনী একসঙ্গে ভক্তরামকে বেষ্টন করিয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গীত।)

তাল আড়্‌খেম্‌টা।

(উর্‌র্) এম্‌নি গাড়ুর গুম্!
গাঁয় মানে না আপ্‌নি মোড়োল, এম্‌নি গাড়ুর গুম্!
এটা ভক্তবিটেল—বর্ণচোরা—
এম্‌নি গাড়ুর গুম্!!

ঢ্যাঙা দিগ্‌ধিড়িঙ্গে চং, ঠিক আস্ত জবড়্‌জং,
হোহো, গাড়ুর মুসা গাড্‌ডুমুসা, নস্করেদের সং,
ছি ছি, নজ্জাসরম নাইকো এটার,—
মস্ত হুতুম থুম্‌!!

কিবে রংটী চমৎকার, হুঁকোর নোল্‌চে বা কোন্‌ ছার,
আব্‌লুস আল্‌কাৎরা হেথা কোল্‌কে পাওয়া ভার :—
দেখে কোলের ছেলে আঁত্‌কে ওঠে,—
ছোট্‌কে ছুটে পালায় ঘুম !!

লোকের জোরের মুখে চোর, কেবল ঘরের ভিতর জোর,
শুধু রাঁড়ী ভুঁড়ী ছুঁড়ীর কাছে, আসরজারী ওর :—
সেথা মুখের চোটে, জগৎ ফাটে, নরম পেলেই
লাগায় জুম !!
(উর্‌র্‌) এম্‌নি গাড়ুর গুম্‌ !!

বিধু।—(একজন প্রতিবাসীর প্রতি) ঠাকুরদাদা! তোমাদের এই কুলধ্বজ জামাইটীকে কড়ী দিয়ে কিনে দড়ী দিয়ে বেঁধে গাঁ প্রদক্ষিণ কোরিয়ে সাতপাক ফিরিয়ে আনো! ভাগ্‌গিস্‌ ভগবান্‌ দয়া কোবে তরুর একটী ছেলে কোরে দিলেন, তাইসিন্‌ এমন সুন্দর জামাইটী পেলে! সাতপাক ফিরিয়ে আনো; গণ্ডী দিয়ে রাখো, উপ্‌রিদেবতার ভয় থাক্‌বে না!

(সকলের হাস্য।)

ভক্ত। (অধোবদনে) আর বাবা, আর আমাকে নাকাল কোরো না!

আমাকে ছেড়ে দাও! আমি এখন সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি! এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এই রকমেই হওয়া উচিত; তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি। যেমন আমার দম্ভ ছিল, যেমন আমি দর্প কোত্তেম, সেই দর্পহারী মধুসূদন তেম্‌নিই আমার আজ সব দর্প চূর্ণ কোল্লেন! (দর্শকগণের প্রতি) সভ্য মহাশয়গণ! আমার অবস্থা আপনারা তো স্বচক্ষে দেখ্‌তেই পেলেন! আমি নিজে হীন জাত হয়ে পরকে বড় কোত্তে গিয়ে বিলক্ষণ নাকাল হোলেম, দলাদলীতে ঢলাঢলী হয়ে গেল! এ দেখে আপনারা সেইমত কাজ কোর্‌বেন। আমার যেমন পরিণাম হলো, আমি যেমন উচিত শাস্তি পেলেম, আপনারা এই রকম কাজে যদি হাত দেন, তা হোলে এই রকম পরিণাম হবে, এই রকম শাস্তি পাবেন!—সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! এই দেখুন আমার যেমন———

খোট্টা ঘরে মোট্‌টা কথা জুটিয়ে দিয়ে গয়লা-বালা।
দম্‌বাজীতে কার্‌সাজীতে হাতিয়ে নিলেম টাকার ছালা॥
গাঁয় মানে না আপ্‌নি মোড়োল সাজ্‌তে গিয়ে এ ঘোর জ্বালা!
এমন ধারা নোংরা কাজে হাত দেবে কোন্ শালার শালা!!
ঘোঁটমঙ্গল বাধিয়ে দিয়ে সাঙ্গ হলো আমার পালা!
কত্তাগিরী কোত্তে গিয়ে পোত্তে হলো গুড়ের মালা!
গুড়ের মালা!! গুড়ের মালা!!!

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।